দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 15 FEB 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

শহীদুল আলমকে বিয়াম ছাড়তেই হলো, শিক্ষক কর্মচারীদের মধ্যে স্বস্তি

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ঃ অবশেষে বিয়াম থেকে পতন হলো প্রশাসনিক ষড়যন্ত্রের নাটের গুরুখ্যাত শহীদুল আলমের। বিয়াম ছাড়তে সরকারী নির্দেশ পাওয়ার পর বিয়াম কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত জানানোর আগেই বুধবার মালপত্র গুটিয়ে বিয়াম ছেড়েছেন দোর্দণ্ড প্রতাপশালী ও বিতর্কিত সাবেক এই আমলা। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর একটি গাড়ি বিয়ামের আশপাশ দিয়ে টহল দেয়ার পরপরই মালামাল গুটিয়ে নেন তিনি। তাঁর বিদায়ে একপ্রকার স্বস্তির পরিবেশ লক্ষ্য করা গেছে বিয়ামে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় থেকে বিয়ামের ডিজি'র কাছে নির্দেশ আসে শহীদুল আলমকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিয়াম ভবন ছাড়তে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য। একই আদেশে শহীদুল আলম কর্তৃক দু'দিন আগে সাময়িক বরখাস্তের শিকার অধ্যক্ষসহ অন্য শিক্ষকদের স্বাভাবিকভাবে দায়িত্ব পালনের জন্যও বলা হয়।

অভিযোগ রয়েছে, দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং এবং উত্তরা ষড়যন্ত্রের নায়ক বহুল আলোচিত সাবেক সচিব শহীদুল আলম বিয়ামের ডিজি'র পদ ছাড়ার পরও অবৈধভাবে জবরদখল করে বিয়ামে অবস্থান নেন। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সংগঠন কোয়ালিটি এডুকেশনের অফিস কক্ষ হিসেবে সরকারী প্রতিষ্ঠান বিয়ামের ডিজির পাশে সম সুবিধার একটি কক্ষ ব্যবহার করে আসছিলেন এবং বিয়ামের গাড়িও ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করতে থাকেন। বিয়াম মডেল স্কুল ও কলেজের পরিচালনা পর্ষদের কেউ না হয়েও স্রেফ পায়ের জোরে

(৩ পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

শহীদুল আলমকে বিয়াম

(১২-এর পাতার পর)

প্রতিষ্ঠানটি নিয়ে যাচ্ছেতাই করে যাচ্ছিলেন তিনি। এতে করে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার আগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মক হুমকির মুখে পড়ে। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার যখন জবরদখলদার ও দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে জাতির সামনে আশার আলো সৃষ্টি করেছে তখন দুর্নীতিবাজ হিসেবে বহুল আলোচিত শহীদুল আলমের জবরদখলদার হিসেবে বিয়ামে দোর্দণ্ড প্রতাপে অবস্থান সচেতন মানুষকে ভাবিয়ে তুলছিল। তারা প্রশাসনিক ষড়যন্ত্রের নাটের গুরুর হাত থেকে স্বনামখ্যাত প্রতিষ্ঠানটি রক্ষার দাবি জানিয়ে আসছিল।

অবশেষে বুধবার ব্যক্তিগত অফিস গুটিয়ে বিয়াম ছাড়তে বাধ্য হন তিনি। বিয়ামের এক কর্মকর্তা জানান, মঙ্গলবারই ব্যক্তিগত অফিস গুটিয়ে শহীদুল আলমকে বিয়াম ছাড়ার জন্য সরকারী নির্দেশপত্র আসে। মূলত এর সঙ্গে সঙ্গেই বিদায় ঘণ্টা বাজে শহীদুল আলমের। জানা গেছে, বুধবার দুপুরের পর আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর একটি গাড়ি বিয়ামের সামনে দিয়ে টহল দিয়ে যাওয়ার পরপরই শহীদুল আলমের মালামাল সরানো হতে থাকে। এর আগে তিনি সকালে বিয়ামে যান। এরপর দুপুরে একটি পিকআপ ভ্যানে করে শহীদুল আলমের অফিসসহ বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত মালামাল সরিয়ে নেয়া হয়। বিকালে আরও একটি পিকআপে করে আলমারিসহ বিভিন্ন জিনিসপত্র সরানো হয়। বিয়ামের এক দারোয়ান শহীদুল আলমের বিদায়ের খবরটি জানাতে গিয়ে বলেন, 'একটু অপেক্ষা করেন দেখবেন মালামাল বের হচ্ছে। বাকি খবরতো আপনারা জানেনই।' দারোয়ানের এই বক্তব্যের পর পরই দেখা গেছে একটি পিকআপ ভ্যানে করে শহীদুল আলমের ব্যবহৃত বিভিন্ন আসবাবপত্র ও ফাইলপত্র সরানো হতে থাকে। একটি সূত্র বলেছে, শহীদুল আলম বিয়াম ছেড়ে ধানমণ্ডি ৯ নম্বর রোডে ব্যক্তিগত অফিস নিয়েছেন।

এসব বিষয় নিয়ে বিয়ামের ডিজির সঙ্গে এ প্রতিবেদকসহ বেশ কয়েকটি দৈনিকের সাংবাদিক কথা বলতে চাইলে জনসংযোগ কর্মকর্তা আলী আকবরের মাধ্যমে জানানো হয় সরকারী কর্মকর্তা হওয়ার কারণে উপরের নির্দেশ ছাড়া তিনি কথা বলতে পারছেন না। তবে দুই একদিনের মধ্যে তিনি নিজেই সাংবাদিকদের ডেকে প্রয়োজনীয় বিষয় জানাবেন বলে জানানো হয়। তবে এর আগে বিয়ামের এক কর্মকর্তা শহীদুল আলমকে বিয়াম থেকে সরানোর নির্দেশপত্র পাওয়ার কথা স্বীকার করে বলেন, মঙ্গলবারই তাঁরা সরকারী এ নির্দেশপত্র পেয়েছেন। সরকারী নির্দেশ মানতে তারা বাধ্য এমন কথা জানিয়ে বলেন, পরিচালনা পর্ষদের সভায় বিষয়টি চূড়ান্ত হবে। অবশ্য বুধবার সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, এসবের আগেই শহীদুল আলমের সমস্ত মাল বিয়াম থেকে সরিয়ে নেয়া হচ্ছে। এর মাধ্যমে শহীদুল আলমের মতো প্রভাবশালী ব্যক্তির পতন হয়ে গেল বিয়াম থেকে। তাঁর বিদায়ে প্রকাশ্যে বিয়ামের কেউ কিছু বলতে না চাইলেও অনেকে চুপিচুপি হেসেছেন।